‘কোভিড ১৯ ও যুব সমাজের ভূমিকা’

পটভূমি

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ এখন স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের দ্বারপ্রান্তে। আর অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমাদের সামনে ৫০তম মহান বিজয় দিবস। আমাদের জাতীয় জীবনের এ গৌরবময় সময়ের সামনে নভেল করোনা ভাইরাস মহামারী আরো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে। যা সারা বিশ্বকে এ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জর সামনে দাঁড় করিয়েছে। পৃথিবীব্যাপী করোনায় সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার মাঝে কিছু কমলেও কিছুদিন ধরে ইউরোপ আমেরিকায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এ মৃত্যুর হার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। আমাদের দেশেও তরোনার দ্বিতীয় ঢেউ এর আশঙ্কার প্রেক্ষিতে **মাননীয় প্রধানমন্ত্র সর্বস্তরে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।** সবমিলিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিকসহ সকল ক্ষেত্রেই পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশের মত আমাদের দেশেও হঠাৎ করে সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার বৃদ্ধির পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরে আতংকের সৃষ্টি হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের বক্তব্য, **Time to build back better! & our actions are our future. অর্থ্যাৎ ‘আমাদের বর্তমান কাজই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবে, যা করার এখনই সময়’।** আর এখানেই তারুণ্যের উপর আমাদের সকলের ভরসা। সব মিলিয়ে করোনাকালে স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে সর্বস্তরের জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং চিকিৎসা, খাদ্য ও পুষ্টিসহ মৌলিক অধিকারের বিষয়ে যুবদের চিন্তা ও মতামত প্রকাশ, স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে সামাজিক উন্নয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং আগামীতে দেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধকরণ ও সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’ ও ‘ইয়ুথ এসেম্বলি’ (Youth Assembly-YA) **‘কোভিড ১৯ ও যুব সমাজের ভূমিকা’** শীর্ষক **যুব সিম্পোজিয়াম** (Youth Symposium on COVID- 19 & the Role of Youth) আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত বেসরকারী সংস্থা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ১০০০ এর বেশী সংস্থার সমন্বয়ে ২০১৫ সালে ‘দক্ষিণ এশিয়া খাদ্য অধিকার সম্মেলন’ আয়োজনের মধ্য দিয়ে ‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’ নেটওয়ার্কের আত্মপ্রকাশ। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই থেকে নেটওয়ার্ক খাদ্য ও পুষ্টির পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ইস্যু হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী, কৃষি, ভূমি, পানি ইত্যাদি ইস্যু এবং দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ সকল মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণের জন্য ‘খাদ্য ও অধিকার আইন’ প্রণয়নের দাবিতে দেশব্যাপী ক্যাম্পেইন এবং পলিসি এডভোকেসিসহ বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পাশাপাশি দেশের যুব সমাজের অন্যতম প্লাটফর্ম ‘ইয়ুথ এসেম্বলি’ ২০১৩ সাল থেকে ‘যুব অধিকার ও সামাজিক উন্নয়ন’ ধারণাকে কেন্দ্র করে যুবদের নেতৃত্ব উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়নে যুবদের অংশগ্রহণ এবং যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সাথে সংযুক্তি ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণসহ বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। আজকের সিম্পোজিয়ামে দেশে কোভিড-১৯ এর অতিমারি এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে যুবদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা হবে।

করোনা মহামারি ও চিকিৎসা

আমরা জানি, করোনা মহামারী থেকে অতিমারি আকার ধারণ করলেও সর্বস্তরের জনগণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সচেতন নন। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সকল মানুষের অংশগ্রহণ যেমন অপরিহার্য পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাও আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। করোনা আক্রমণের পর থেকে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল দশা সম্পর্কে আমরা অবগত আছি। চিকিৎসা ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও ইতিপূর্বের দুর্ভোগের কারণে করোনা চিকিৎসার জন্য সাধারণ জনগণ হাসপাতালে যেতে চায় না। এ পরিস্থিতির পরিবর্তন প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে যুবসমাজসহ সকল সচেতন নাগরিকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

করোনাকালে দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে খাদ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতি

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন নিয়ে ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতার পর দেশের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা অর্জনের পথে আমরা অনেক পথ অগ্রসর হয়েছি। এ বছরের শুরুতে আমাদের দারিদ্র্যের হার ২০.৪ শতাংশে নেমে এসেছিল। মানুষের মৌলিক অধিকার (অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান) এর সকল ক্ষেত্রে সমান না হলেও বেশ কিছু অগ্রগতি হয়েছে। করোনা আক্রমণের পর আমরা জানতে পারলাম আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুরাবস্থার কথা। পাশাপাশি মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের নিশ্চয়তা অত্যন্ত জরুরী। করোনার পর প্রায় সকল মানুষের আয়-রোজগার কমে যাওয়া এবং ব্যাপক মানুষের কর্মসংস্থান হারানোর পর খাদ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে চ্যালঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে।

যদিও এ বছর ধানসহ কৃষি খাতের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ফসল ভাল হয়েছে। তবুও চালসহ সকল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে মানুষের প্রতিদিনের খাবারের পরিমাণ আরো কমেছে। গত রোববার ইউএসডিএ থেকে ‘বাংলাদেশঃ গ্রেইন অ্যান্ড ফিড আপডেট’ শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চালের উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি এর দামও বেড়েছে। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় বাংলাদেশে মোটা চালের কেজি ৩২ শতাংশ বেড়ে প্রতি কেজি মোটা চাল ৪৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে (সুত্রঃ প্রথম আলো- ১৮ নভেম্বর)। ক্রমাগত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও দেশে নতুন কর্মসংস্থানের তেমন সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। পাশাপাশি দক্ষতার ঘাটতির কারণে ব্যাপক যুবসমাজের উৎপাদনশীলতাও অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। কর্মক্ষমতা ও দক্ষতার সঙ্গে মানুষের জন্ম ও জন্ম-পরবর্তী সময়ের লালন-পালনেরও জোরালো সম্পর্ক রয়েছে। যেমন শিশুর জন্মপূর্ব ও শৈশবকালীন বিকাশ সম্পূর্ণভাবেই তার মায়ের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার ওপর নির্ভর করে। বাংলাদেশের সামাজিক ও পারিবারিক বাস্তবতায় একজন মা বিভিন্ন প্রকারের বৈষম্যের শিকার হন। এ বৈষম্য সন্তানের পূর্ণ বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

- ক্রমাগতভাবে দারিদ্র্যের হার কমে আসার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স-বিবিএস এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, ২০১৮ সালে দরিদ্রদের হার ২১.৮% অর্থ্যাৎ ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ যার মধ্যে ১ কোটি ৫৭ লাখ মানুষ অতি দরিদ্র ১১.১৩। এ পরিসংখ্যান প্রমাণ করে, জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে দরিদ্র মানুষের হার কমলেও দরিদ্র মানুষের সংখ্যার হার প্রায় ৪ কোটি থেকেই যাচ্ছে। ২০১৯ সালে ডিসেম্বর প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদন অনুসারে, বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, যাদের দারিদ্র্যসীমায় অবনমনের ঝুঁকি আছে, তাদের সংখ্যা প্রায় ৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি

পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিবিএস এর সর্বশেষ মতামত অনুযায়ী ২০২০ সালের প্রথম দিকে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২০ দশমিক ৫ শতাংশ অর্থাৎ ৩ কোটি ৫০ লাখ মানুষ।

- বিগত জুন মাসে 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ'-এর জরিপ অনুযায়ী করোনা মহামারীজনিত কারণে ৯৮.৩% দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কারো আয় হ্রাস পেয়েছে, কেউ চাকরি হারিয়েছে, দোকানপাট এবং ব্যবসা বন্ধসহ অনেকের আয়ের পথ সম্পূর্ণ বন্ধের মুখোমুখি হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণ ছুটিকালীন সময়ে নগর ও গ্রামে প্রায় আরো ১.৫ কোটির বেশি মানুষ দরিদ্র্যাবস্থায় পতিত হয়েছে।

- বিগত আগস্ট মাসে সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)-এর গবেষণা উঠে এসেছে, করোনাকালে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার ১৫ বছর আগের অবস্থানে ফিরে যেতে পারে। ২০০৫ সালে বাংলাদেশে এই হার ছিল ৪০ শতাংশ। শুধু তা-ই নয়, দেশের ৪০টি জেলার দারিদ্র্য হার জাতীয় হারকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।

উপরে উল্লেখিত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে আমাদের সমস্যার দিকগুলো স্পষ্ট প্রতিয়মান হয়। এ পরিস্থিতির আলোকে চিকিৎসার পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণে আরো বাড়তি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

যুব সমাজের ভুমিকা

আমরা জানি, জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ যুবপ্রধান অন্যতম দেশ অর্থ্যাৎ বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম তারুণ্যদীপ্ত দেশ। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের (২০১৫) হিসাব অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নাগরিক যুবসমাজের প্রতিনিধিত্ব করে, জাতীয় যুবনীতি অনুসারে যাদের বয়স ১৮-৩৫ এর মধ্যে। আমাদের জাতীয় ইতিহাস যুবসমাজের গৌরবদীপ্ত ভূমিকায় ভাস্বর। আমাদের জাতীয় ইতিহাস (ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন, '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৯ -এর গণঅভ্যুত্থান, '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ) যুবসমাজের গৌরবদীপ্ত ভূমিকায় ভাস্বর। পরবর্তীতে স্বৈরাচার-সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে আজ অবধি যেকোন গণতান্ত্রিক ও সামাজিক- সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যুবসমাজের ভূমিকা অতুলনীয়। এখনো দেশের যে কোনো ক্রান্তিলগ্নে জাতি যুবশক্তির উপরই ভরসা রাখে। আমরা জানি, করোনা ভাইরাসের সংক্রমনে জীবন ও জীবিকা বিপর্যস্ত, জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ আজ দিশেহারা বিশেষত: দেশের খেটে খাওয়া দিনমজুর, শ্রমজীবী, দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশের জীবিকা। খাদ্য ও পুষ্টি সংকট বৃদ্ধির পাশপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে, সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন-এর পাশাপাশি উদ্যামী যুবসমাজ সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরি, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার অভ্যাস সৃষ্টি, সকল পর্যায়ের রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা, বিভিন্ন উৎস থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে তা দুস্থদের কাছে পৌঁছানোসহ বহুমূখী আশা জাগানিয়া উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া আমরা দেখেছি বোরো ধান কাটার সময় যখন শ্রমিক সংকট চলছিলো তখন সারা দেশের বহু সংখ্যক যুব স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কৃষকের ধান কেটে দিয়েছে। যা জাতি হিসাবে আমাদের গৌরাবান্বিত করে। সারা দেশের যুব সমাজের এসকল উদ্যোগের সাথে চলমান সংকট মোকাবেলায় ইয়ুথ এসেম্বলি Youth against COVID-19 শীর্ষক একটি ক্যাম্পেইন এর অধীনে সরাসরি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। সর্বস্তরে সাধারণ মানুষের কাছে কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতা ও করণীয় সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচারণা, সামর্থ্য অনুযায়ী অসহায় মানুষদের খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা প্রদান, স্বাস্থ্য-সহায়ক উপকরণ বিতরণ এবং জীবাণুনাশক ছিটানো, ঈদ উপলক্ষে উপহার সামগ্রী বিতরণ, বসতভিটায় সবজি তৈরিতে সহায়তা, কৃষকদেরকে ধানবীজ প্রদান প্রভৃতি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে আগ্রহী ও স্বেচ্ছাসেবী যুবরা এ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি, অনলাইনে ইয়ুথ এসেম্বলির ফেসবুক পেইজে নানামুখী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে সুপারিশ:

আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, সংকট মোকাবিলায় তরুণরা এগিয়ে এলে অনেক কিছুই করা সম্ভব। যে কোনো অন্যায় ও সহিংসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো- তারুণ্য বলতে তো আমরা এসবকেই বুঝি। পারিবারিক ও সামাজিক বাধা থাকবেই, তা উপেক্ষা করে মানুষের দুঃসময়ে পাশে থাকার নামই তারুণ্য! আগষ্ট মাসেই ছিলো আন্তর্জাতিক যুব দিবস। এ বছর দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য 'বৈশ্বিক লক্ষ্য অর্জনে তরুণদের অংশগ্রহণ'। আমরা বিশ্বাস করতে চাই, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুবসমাজের কার্যকর অংশগ্রহন, নেতৃত্ববোধ, সৃজনশীলতা ও কর্মস্পৃহাকে জাগিয়ে দেশের কাণ্ডারি হিসাবে মৌলিক অধিকার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে সরকার, নীতি-নির্ধারক, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ, মিডিয়াসহ সংশ্লিষ্ট সকলে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করবেন।

সবমিলিযে এ বিষয়ে 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ' ও 'ইয়ুথ এসেম্বলি' -এর সুপারিশমালা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

- **কোভিড-১৯ মোকাবেলায় যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য বিশেষ করে মাস্ক ব্যবহার ও পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখার জন্য সর্বস্তরের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা;**
- **যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যুবদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা;**
- **কোভিড-১৯ এর প্রভাবে যে সকল যুব কাজ হারিয়েছে তাদের কর্মসংস্থান এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে খন্ডকালীন কাজের ব্যবস্থা করা;**
- **যুব উদ্যোক্তাদের (যাদের ছোট ব্যবসা ও এন্টারপ্রাইজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে) তাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী প্রণোদনা প্রদান নিশ্চিত করা;**
- **দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী কৃষি খাতে প্রণোদনা প্রদান নিশ্চিত করা।**